দীনেশ চিত্রম-এর ছবি
বগুরুপা

দীনেশ দে প্রযোজিত
দীনেশ চিত্রম্-এর তৃতীয় প্রচেষ্টা

বহুরূপী

কাহিনী ও গীত রচনা :
প্রণব রায়

চিত্রনাট্য-পরিচালনা :
মিঠু চট্টোপাধ্যায়

সংগীত :
অজয় দাস

চিত্রগ্রহণ : মনীশ দাশগুপ্ত
সম্পাদনা : কালীপ্রসাদ রায়
শিল্প-নির্দ্দেশনা : সন্‌জিত সেন
রূপসজ্জা : দুর্গা চট্টোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়
জে, ডি, ইরানী
বহিঃ দৃশ্যে : অনিল তালুকদার
কর্মসচিব ঃ দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত গ্রহণ ও
শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা : পরিতোষ রায়
নৃত্য-পরিকল্পনা : বব্ দাস
এফেক্ট সাউণ্ড : অনন্ত দাস
তত্ত্বাবধায়ক সম্পাদক : রমেশ যোশী
আবহ সংগীত : ওয়াই, এস, মুল্‌কী
প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র

স্থির-চিত্র : স্টুডিও বলাকা
রসায়নাগারাধ্যক্ষ ঃ ধীরেন দাশগুপ্ত
নেপথ্য কণ্ঠে : মৃণাল চক্রবর্তী, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও মীনা মুখোপাধ্যায়
প্রধান সহকারী :
পরিচালনায় : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগীত : ওয়াই, এস, মুল্‌কী
ব্যবস্থাপনা : পরেশ ভট্টাচার্য্য

সহকারী বৃন্দঃ

পরিচালনায় : প্রদীপ ভট্টাচার্য্য ॥ উদয় ভট্টাচার্য্য ॥ চিত্রগ্রহণে : পৃথ্বীরাজ সুবেদার ॥ শংকর গুহ ॥ শংকর চট্টোপাধ্যায় ॥ সম্পাদনায় : পাঁচুবাবু উজ্জ্বল নন্দী। শিল্প-নির্দ্দেশনায় : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। রূপসজ্জায় : বটু গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ ॥ সিদ্ধিনাগ ॥ বীরেন ও মাণিক পরিস্ফুটনে : জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়। কমল দাস ॥ বাদল দাস ॥ কালীপদ বসু ॥ সংগীতে : ভরত কারকী ॥ উৎপল দে ॥ তাপস চট্টোপাধ্যায় ॥ সংগীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনায় : বলরাম বারুই ॥ ব্যবস্থাপনা : শান্তি দাস ॥ অনুকুল দাস ॥ পুলিন সামন্ত ॥ রামচন্দ্র সরকার ও অতুল ॥ প্রচারে : বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী আলোক নিয়ন্ত্রনে: শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ হেমন্ত দাস ॥ মনোরঞ্জন দত্ত ॥ দেবেন দাস ॥ নারায়ণ চক্রবর্তী পটশিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য সাজসজ্জা : বরেন দত্ত কেশবিন্যাস : চণ্ডী সাহা ॥ পরিচয়লিখন : দিগেন স্টুডিও ॥ প্রচার কার্য্যে : নির্মল রায় ॥ ব্লক কন্‌সার্ণ ॥ এস, কে, পাবলিসিটি ॥ গৌতম রায় ॥ সুশীল ব্যানার্জী এ, কে, কন্‌সার্ণ ॥ ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রাঃ লিঃ এবং ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অন্তঃদৃশ্য গৃহীত এবং পি, আর প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিমিটেড পরিচালিত ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত ॥ বহিঃদৃশ্যে : ডি, এম, সাউণ্ড ইউনিট।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এইচ, এম, সা (কণ্ট্যাক্ট লেন্স সাপ্লায়ার) ডাঃ পি, মণ্ডল ॥ কে, কে, মেহরা ॥ অজিত রায় ॥ বাবলু ভট্টাচার্য্য ॥ তড়িৎ চৌধুরী কলিকাতা পুলিশ বিভাগ ॥ কলিকাতা বিমান বন্দর ॥ কলিকাতা ডক কতৃপক্ষ ॥ জয়ন্ত বসু ॥ ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার ॥ গান্ধার ॥ কার্টুন থিয়েটার গড়িয়াহাট নার্সিং হোম ॥ রিট্‌জ কন্টিনেণ্টাল হোটেল ॥ কালিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ডাঃ অরুন রায়।

বিশ্ব-পরিবেশনা : **দীনেশ চিত্রম্**

সাংবাদিক রমলাস্তেনের জবানবন্দী :

এই জঙ্গলের সভ্যতার সংগে তাল মিলিয়ে এই তথাকথিত সভ্যসমাজের বুকের ওপর প্রতিদিন কত মানুষ বদলে যাচ্ছে— বদলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

এই রূপবদলের পালায়, বহুরূপীর খেলায় মানুষ আজ নির্দ্বিধায় জীবন নিয়ে জুয়া খেলে—হারে জেতে, কখনও বা হারিয়ে যায়। লালজী হারিয়ে যেতে চায় নি। আমি জানি সে চেয়েছে পালিয়ে যেতে—সরে যেতে। আয়না-নগরী কোলকাতার রূপকথার রাতে বহুরূপীর খেলার শেষ চায় সে।

সে আলোর সন্ধান পেয়েছে। এই অন্ধকার জীবনের ব্যবসার কুৎসিত লেনদেনের মধ্যে ফুলের মত ছোট্ট শিশুর মৃত্যু দেখেছে—দেখেছে দুর্ধর্ষ অসৎ মানুষের অদ্ভুত রূপান্তর। তাই লালজী আজ তার সমস্ত বর্তমানকে অস্বীকার করে ভবিষ্যৎকে নিয়ে বাঁচতে চায়। সেই ভবিষ্যত জীবনে তার একমাত্র সঙ্গিনী জোহরারও কোন স্থান নেই। যে জোহারা লালজীর প্রতিটি কাজে নিজের জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ত। জোহরা লালজীকে মনেপ্রাণে একটা স্থির বিশ্বাস নিয়ে ভালবাসত। আমি জানি—আমাকে সে এক সাক্ষাৎকারে বলেছে—একজনের ওপর বিশ্বাস নিয়ে ইসে বেঁচে আছে। পরে বুঝেছি লালজীই হল সেই একজন। জোহরা লালজীকে নিয়ে হয়তো এই অন্ধকার গহ্বর থেকে পালিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখতো কিন্তু আজ তাকে এই অন্ধকারে চিরদিনের মত বন্দী করে রেখে গেল লালজী।

আমাকে সব জানতে হয় তাই ব্যথাও আমার বেশী কিন্তু এই বেদনা-বোধের মূল্যই বা কতটুকু? কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে ভাবি রাতের রূপকথার রাণী জোহরা অনেক আলোর নীচে দাঁড়িয়েও তার বুকের মধ্যে আঁধারের পাহাড় বয়ে বেড়ায়। সে আলোর পথযাত্রীর স্বপ্ন দু'চোখে নিয়ে বেঁচে থাকে। আমি জানি—আমাকে যে জানতে হয়—সব কিছু জানতে হয়। জানি আর্টিষ্ট পার্থ সেন জোহরার মনের আকাঙ্খাকে তার

তুলি দিয়ে ধরে রাখতে চায়। বাইরে বৈশ্রোজল দিনে বিস্তৃত আকাশের নীচে হাতধরে পার্থ সেন জোহরাকে নিয়ে এসে আলোর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে জোহরার মনের অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিল কিন্তু আলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জোহরা নিষ্ঠুর সত্যকে উপলব্ধি করে। পার্থ সেনের তুলির টানে জোহরার আসল মূর্তি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণতার পথে—জোহরার স্বপ্নও যেন ক্রমশঃ সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু লালজী জোহরার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেল। এরপর জোহরা কি করবে? এই রূপবদলের খেলার জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে?

ভাবতে পারিনা। কারণ স্বপ্নভঙ্গের বেদনাবোধ যেন ক্রমশঃ আমার অন্তরেও সংক্রমিত হচ্ছে। যদিও নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার তবুও না বলে থাকতে পারছি না—বলতে হচ্ছে।

ছোট্ট একটা সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েই তরুণ সংগীত শিল্পী সুশান্ত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত সচেতন মানুষের ছবি খুঁজে পাই। সত্যকথা বলতে কি আমার ভাল লাগে। অনেক শিল্পীরই আমি সাক্ষাৎকার নিয়েছি, কিন্তু সুশান্তবাবু কোথায় যেন ব্যতিক্রম; তারপর জানিনা ঠিক কোন্ মুহূর্ত থেকে যেন সুরের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে আমরা দুজন কাছাকাছি চলে আসি।

সুশান্ত সচেতন। সে তার জীবনকে ভালবেসে অনেক কিছুই করতে চায়—করেও। মানুষের দুঃখে সে এগিয়ে যায়—মানুষটার মধ্যে কোথায় যেন একটা সচেতন বিশ্বাস কাজ করছে প্রতিনিয়ত। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান সুশান্তর বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে দিয়ে গেল পিন্টুর মৃত্যু সংবাদ। পিন্টুকে সে স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়েছিল সুস্থ হয়ে ফিরে আসার জন্য। সুশান্তর বিশ্বাস ছিল পিন্টু বাঁচবে কারণ পিন্টুদের মত তরুণদের আজকের এই সমাজে বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পিন্টু বাঁচল না।

সুশান্ত অস্থির। কোথায় যেন একটা যন্ত্রণা কিন্তু সে তা আমাকেও বলতে চাইছেনা। শুধু বলল একদিন সে সবকিছু আমায় বলবে। সুশান্তর অনেক ঋণ। সব ঋণ শোধ করে তারপর সে সব বলবে আমায়।

কিন্তু কি বলবে সুশান্ত? আমার সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে কোথায় যেন ডুবে যাচ্ছি ধীরে ধীরে। সুশান্ত আমায় কি বলবে!!

লালজী জোহরার কাছ থেকে দূরে চলে গেল। জোহরা অন্ধকারে বন্দী। জোহরা জীবনের জুয়াখেলায় ফতুর হয়ে গেছে। পার্থ সেনের কল্পনার জোহরা তার তুলির টানে আর কোনদিন কি জীবন্ত হবে না?

কিন্তু আমি? সংবাদিক রমলা সেনকে বাদ দিয়েও যে আমার একান্ত আমি ক্রমশঃ একটা অদ্ভুত উৎকণ্ঠা নিয়ে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি—ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছি।

সুশান্ত আমায় কি বলবে! কি বলবে সুশান্ত!! কি বলবে সে!!!

সঙ্গীত

(১)

বন্ধু শোন শোন
এখানে হাজার মানুষের একই গান
শান্ত আকাশ চাই না তো
আমি দুনিয়াতে ঝড় আনবো
যেথা বঞ্চনা আর স্বার্থ সেথা
কঠিন আঘাত হানব আর হানব।
তোমরা আমীর লোক অনেক সুখ আরাম

আমরা লাখো গরীব নেইকে প্রানের দাম
আমীরের সাম্যবুলী থাক্ অনেক শুনেছি থাক্ থাক্।
ন্যায় অন্যায় বুঝিনা
শুধু বাঁচার দাবী মানবো আর মানবো
আর মানবো আর মানবো আর মানবো···
ঝড়ের কণ্ঠে আজ গরীবের ফরিয়াদ
আমরা বাঁচতে চাই—কোথায় যে অপরাধ
জীবনের পাওনা জবাব চাই
আমাদের ন্যায্য হিসাব চাই
পাপ পূণ্য বুঝি না—পাপ পূণ্য বুঝিনা
শুধু মানুষ সত্য জানবো আর জানবো।···

(২)

না-না-না-হাগো না
মিঠে জোছনাতে ঝিলিমিলি রাতে
রাতে রাতে রাতে রাতে···
চলে যেতে-এ চেয়ো না—
না-না-না-না
না-নাগো-না।
ফাগুনে মন দিয়ে মন হল দিওয়ানা
খোঁজে ঐ মজনু লায়লীর ঠিকানা।
আজ প্রাণের বাগিচা আহা আহা আহা আহা-হা
আজ প্রাণের বাগিচা ঝড়াফুলে এহে-এহে-এহে-এহে-হে
ছোয়ো না—।
গোলাপেরি বাগে রাতপরী জাগে জাগে জাগে জাগে···

কথা রাখ যেও না
না-না-না-না—
না হাগো না।
ভরে নাও জীবনের রংভরা পেয়ালা
জেলে দাও চোখে চোখে ফুলঝুরি উজালা
আজ খুশীর ম্যায়ফিলে এহে—এহে—এহে—এহে হে
আজ খুশীর ম্যায়ফিলে ব্যাথার গুন—গুন—গুন—গজল
গেয়ো না—না—হাগো—না—।
সারা নিশি ধরে শুধু খেলা করে
করে—করে—করে—করে
চলে যেতে-এ চেয়ো না—
না—না—না—

(৩)

তোমার আলোর স্বর্গে নিয়ে যাও
আমি পথ যে চিনি না চলিতে পারি না
আলোর স্বর্গে ডেকে নাও-ডেকে নাও—
মাগো তোমার স্বর্গ ভালবাসা দিয়ে গড়া
শুধু আনন্দ শুধু হাসি খুশী ভরা
জীবনে আমার কেবলি আঁধার হাতটি বাড়ায়ে দাও
তোমার আলোর স্বর্গে নিয়ে যাও—।
আমি সে আলোর দেশে ছোট এক পাখী হব
রূপালী আকাশে গানে গানে মেতে রব
হেথা নেই গান বড় একা প্রাণ
চোখের জল মোছাও
আমি পথ যে চিনি না চলিতে পারি না
আলোর স্বর্গে ডেকে নাও—ডেকে নাও।

(৪)

হঠাৎ হাওয়ার মত ডাক দিয়ে যাই যদি
তুমি কি দুয়ার খুলবে—
তুমি কি আমার সাথে জীবন সমুদ্রে
একই দোলায় দুলবে—
জানি জানি মোর পথে বাধা রয়েছে
আঁধারে আঁধারে নীবিড় গহন হয়েছে
তুমি কি প্রদীপ ধরে অন্ধ পৃথিবী আমার
আলোতে ভরে তুলবে—
সাগরেরি মত এত ভালবাসাতে
আমিও যে তোমায় অকূলে চাই ভাসাতে
তবুও শুধাই আমি তুমি কি চাঁদেরই বুকে
কলঙ্ক দাগ ভুলবে
হঠাৎ হাওয়ার মত ডাক দিয়ে যাই যদি
তুমি কি দুয়ার খুলবে।

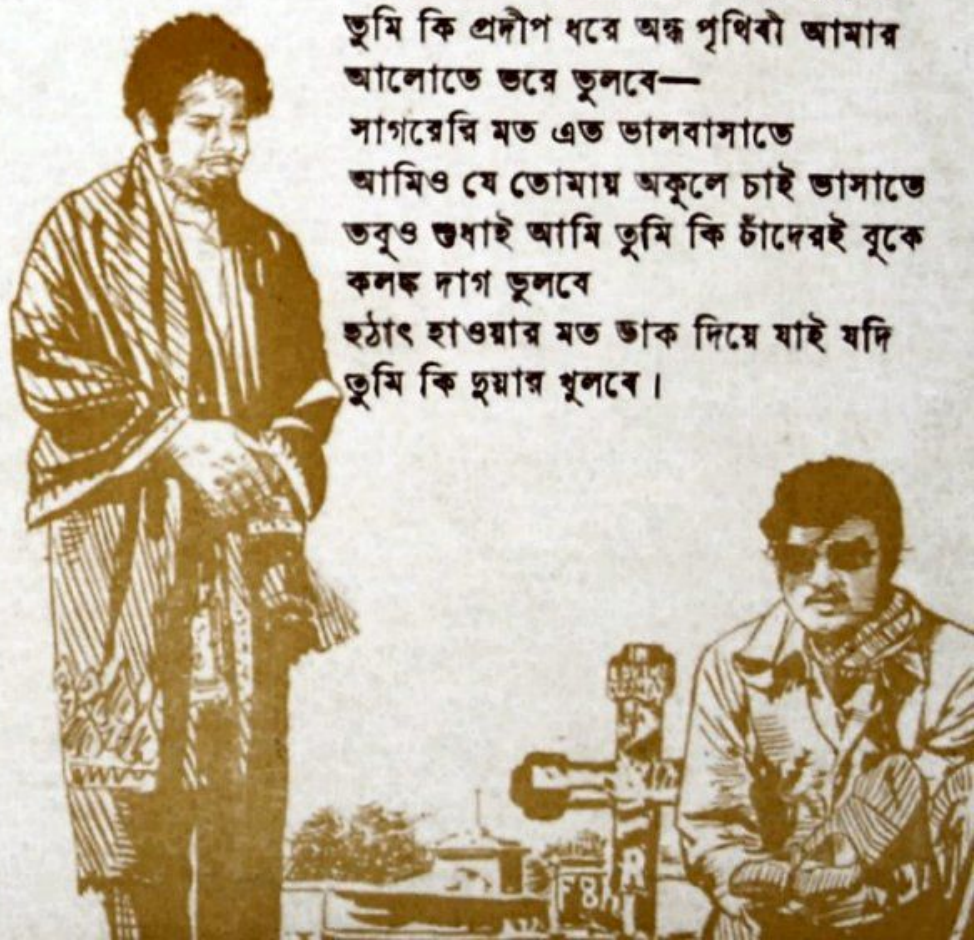

: রূপায়নে :

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ॥ মধুছন্দা ॥ কৃষ্ণা বসু ॥ ভারতী দেবী ॥ তরুন কুমার (অতিথি)

সীতা মুখোপাধ্যায় ॥ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ॥ কুমারী শর্মিলা ॥ কুমারী মলিনা ॥ বিজন ভট্টাচার্য্য ॥ অশোক মিত্র ॥ ভোলা বসু ॥ রসরাজ চক্রবর্তী ॥ সতীকান্ত ঘোষ পরিতোষ রায় ॥ সুকুমার ঘোষ ॥ বীর সেনগুপ্ত ॥ সৌরিন বন্দ্যোপাধ্যায় অনিমেষ ॥ বিশ্বনাথ ॥ মলয় ॥ পবিত্র ॥ কমল ঘোষ দস্তিদার ॥ অসিত মুখোপাধ্যায় প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায় ॥ গীতা চক্রবর্তী ॥ শিপ্রা চক্রবর্তী ॥ নীলিমা চক্রবর্তী ॥ হাসি মজুমদার ॥ তারক চট্টোপাধ্যায় ॥ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বাবলু রায় চৌধুরী জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য ॥ রাণা সেনগুপ্ত ॥ নিমাই দত্ত পরেশ ভট্টাচার্য্য ॥ অনিল মজুমদার ॥ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ॥ উজ্জ্বল সেনগুপ্ত (অতিথি) মিঠু চট্টোপাধ্যায় ॥ দীনেশ দে

ও **অনিল চট্টোপাধ্যায়**।

দীনেশ চিত্রম, ৮৭, লেনিন সরনী, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা-৬ কর্তৃক মুদ্রিত